সংবাদ

তারিখ 07 APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কা : সোমবার ২৮ চৈত্র ১৪১৪
ıdka : Monday 7 April 2008

# সম্পাদকীয়

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগস্ট ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন

গত বছরের আগস্ট মাসের ২০ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সেনাসদস্য এবং একজন ছাত্রের মধ্যে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে সূত্রপাত হওয়ার পর প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে এবং পরে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তার পরম্পরায় জনসাধারণের এক অংশের মধ্যে সহিংস বিক্ষোভ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের শান্ত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সেনাক্যাম্প দ্রুত প্রত্যাহারও করা হয়েছিল। এ ঘটনার 'রিমোট এবং ইমিডিয়েট কজ' (দূরবর্তী এবং তাৎক্ষণিক কারণ) সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। গত বছরের ১৫ নভেম্বর কমিশন তার প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করে। এরপর উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৩ মার্চ ১৮৩ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। দেরিতে হলেও প্রতিবেদনটি প্রকাশ করার জন্য আমরা সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

তদন্ত কমিশন বলেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে 'সেনা সদস্য মোস্তফা কামালের কথামতো মেহেদী ছাতা সরিয়ে নিলে এবং পরবর্তী সময়ে সেনা সদস্য মোস্তফা কামাল অশ্লীল ভাষায় গালি না দিলে মেহেদী হয়তো সেনা সদস্যটিকে তার কলার চেপে ধরায় প্ররোচিত হতো না। এ প্রসঙ্গে বলা চলে, সেনা সদস্যটি কিলঘুষি মেরে মেহেদীকে আহত না করলে ঘটনাটির সূত্রপাত হতো না।' বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে অপ্রীতিকর ঘটনার সম্পূর্ণ মীমাংসা না করে ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরা নীরবে ঘটনাস্থল ত্যাগ করায় ছাত্ররা আন্দোলনের পথ বেছে নেয় বলে কমিশন সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছে। অন্যদিকে সাধারণভাবে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সেনা ক্যাম্পের উপস্থিতি যে 'উস্কানিমূলক' ছিল এবং তা উপলব্ধি করে সেনাবাহিনী দ্রুত সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করে নেয়, সে ব্যাপারে কমিশন কোন মন্তব্য করেনি। বর্তমানের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আট মাসের বেশি সময় পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগস্ট মাসের ঘটনা ঘটেছিল। সরকারের কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশের ছাত্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ থাকতেই পারে। আগস্টের ঘটনাবলিতে তার বহিঃপ্রকাশ কি না সে ব্যাপারে কমিশন কোন মন্তব্য করেনি। অবশ্য কমিশন মনে করে, ওই ঘটনার আগে পরিবেশ দূষণ নিরসনে ঢাকার বস্তি, হকার ও বাস্তুহারাদের উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও ক্ষোভের ফলে তাদের অনেকে বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হয়ে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও অগ্নিসংযোগ করে। তদন্ত প্রতিবেদনে 'আন্দোলনটি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিপাকে ফেলার ষড়যন্ত্র' এবং 'নাশকতার জন্য অর্থ লেনদেন হয়েছিল' জাতীয় যে মন্তব্য করা হয়েছে সেটা আমাদের এস্টাবলিশমেন্টকে খুশি করার প্রবণতার কথাই স্মরণ করে দেয়। এসব মন্তব্যের কোন ভিত্তি তদন্তে পাওয়া গেছে কি না সেটা পত্রিকার রিপোর্ট পড়ে বোঝার উপায় নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে বলেছে। সুপারিশে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী সবার জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং কে, কী ধরনের আচরণ করতে পারবে, তার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। এর সঙ্গে ২০ আগস্ট একজন সেনা সদস্য ও একজন ছাত্রের মধ্যে সৃষ্ট 'অপ্রীতিকর' ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নীতি-নির্ধারণী কর্মকর্তা বলেন, প্রকৃতপক্ষে কীভাবে ওই ঘটনা ঘটেছিল এবং এর সঙ্গে কার কতটুকু সম্পৃক্ততা ও দায়দায়িত্ব তা জনসাধারণকে জানানোর এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আগস্টের ঘটনায় ছাত্র ও জনসাধারণের এক অংশ বেশকিছু উচ্ছৃঙ্খল আচরণের আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু এর বিপরীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সংযত আচরণ করেছিল কি না সে ব্যাপারে কমিশন কোন মন্তব্য করেনি। প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোর মধ্যে দু'তিনটি ছাড়া বাকিগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এগুলোর কোনটিই নতুন নয়।